দৈনিক ইনকিলাব

19

তারিখ 17 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

২রা মৈত্র ১৩৯৩

ঢাকা মেডিকেলের নিউরোসার্জন ওয়ার্ডটি আজো চালু হয়নি

।। মমিনুর রহমান ।।

একমাত্র বৈদ্যুতিক সংযোগের অভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারী ওয়ার্ডটি দীর্ঘ এক বছর যাবৎ চালু হয়নি। মাথায় আঘাত প্রাপ্ত যে কোন রোগীকে চিকিৎসার জন্য একমাত্র নিউরোসার্জনরাই চিকিৎসা প্রদান করতে পারেন। এ সত্যকে উপলব্ধি করেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আড়াই বছর আগে নিউরোসার্জন অধ্যাপক আতা এলাহিকে নিযুক্ত করেন। তখন কর্তৃপক্ষ অব্যবহৃত ৩০ নং ওয়ার্ডকে নিউরিসার্জারীর ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু গড়িমসির কারণে এবং অন্যান্য ডাক্তার, নার্স, বেয়ারা নিযুক্ত না করার ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এর এক বছর পর ১ জন রেজিষ্টার, ১ জন সহকারী রেজিষ্টার ও ১ জন মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। তাদের সবাইকে ৪টি ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডের মাথায় আঘাত প্রাপ্ত রোগীদের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এই ওয়ার্ডের কোন নিজস্ব অপারেশন থিয়েটার না থাকায় জেনারেল ও,টি,তে তাদের অপারেশন সম্পন্ন করতে হয়।

নিউরোসার্জারী ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সহকারী রেজিষ্টার ডাঃ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী বলেন, যদি কোন হাসপাতালে নিউরোসার্জন না থাকে এবং মাথায় আঘাত প্রাপ্ত কোন রোগী আসে এবং তাকে যদি অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে তবে অন্য জেনারেল সার্জনরা তা সম্পন্ন করতে পারেন না এবং করলেও সে ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার থাকে প্রায় ১০০ ভাগ। অথবা ঐ রোগী চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়।

৭-এর পৃঃ দেখুন

ঢাকা মেডিকেল

৮-এর পাতার পর

সে জন্য দেশের সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালগুলোতে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের বাঁচানো ও তাদের পঙ্গুত্বের হাত থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক নিউরোসার্জন থাকা প্রয়োজন। এক হিসেব মতে, সারা বাংলাদেশের জন্য ২০০ জন নিউরোসার্জন থাকা দরকার। অথচ আছেন মাত্র ৬ জন অধ্যাপক। ১ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, ৪ জন পিজিতে, ১ জন চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে কোন নিউরোসার্জন নেই। অথচ এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

জনাব ইদ্রিস আরো জানান ১ বছর আগে থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডটির পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক সংযোগ না দেয়ার কারণে তা চালু করা যায়নি। কর্তৃপক্ষের সাথে বারবার অফিসিয়ালি যোগাযোগ করা হলেও তারা নীরব থাকেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফাণ্ডের অভাবের কথা বলে অতি প্রয়োজনীয় একটি কাজকে সুকৌশলে এড়িয়ে যান।

কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য উক্ত ওয়ার্ডের ডাক্তাররা বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করেন।

একটি কোম্পানী বিদ্যুৎ সংযোগসহ অপারেশন সরঞ্জামাদি সরবরাহে রাজী হন। বিনিময়ে তারা ওয়ার্ডটিকে তাদের সৌজন্যে লেখার অনুরোধ জানান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতেও রাজী নন।

নিউরোসার্জারীর নির্দিষ্ট ওয়ার্ড না থাকাতে রোগীদের সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনাকাংখিতভাবে ঝরে যাচ্ছে কিছু মূল্যবান প্রাণ। ইচ্ছাকৃত অব্যবস্থা অব্যাহত রেখে বিপন্ন রোগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হবে কবে?